Manoj Mitra and the Theatre Practice of the *"Sundaram"* Theatre Group: A Study

মনোজ মিত্র এবং 'সুন্দরম' নাট্যদলের নাট্যচর্চা: একটি সমীক্ষা

Research Review Journal of Interdisciplinary Studies
double-blind peer-reviewed and refereed online quarterly Journal
ISSN (online): 3108-0472
1(2) 83-88, 2025
©The Author(s) 2025
10.31305/rrjis.2025.v1.n2.012
https://rrjournals.in/

Received: 13 Jul, 2025
Revised: 22 Aug, 2025
Accepted: 17 Sep, 2025
Published: 30 Sep, 2025

*Rajib Mondal

Ex M.A Student, Dept. of Bengali, Bankura University

Abstract: *Manoj Mitra (1938–2024) was an unforgettable figure in the world of Bengali theatre. Emerging from a background in philosophical education, this playwright, actor, and director founded the "Sundaram" theatre group in 1957 along with Parthapratim Chowdhury. Free from political party allegiance, Sundaram developed a distinct stream in Bengali theatre practice. This study presents an integrated review of Manoj Mitra's playwriting, acting, direction, and the productions of Sundaram. In Mitra's plays, one finds a blend of the struggles of ordinary people, realism, humor, and deep philosophical insight. Sajano Bagan (1977) is his most outstanding creation, where the struggle of the aged Banchharam against greed for his land becomes a symbol of human values and resistance. In plays such as Parabas, Naish Bhoj, Mesh O Rakshas, Alokanandar Putra Kanya, and Shobhayatra, he raises questions about contemporary social crises, displacement, homelessness, and human existence. Through Sundaram, he staged more than 40 productions, enriching Bengali theatre by combining modernity with folk traditions. This study shows that Manoj Mitra's theatre practice is not merely entertainment but a mirror of society and a vision of human liberation. Despite Sundaram's non-political stance, his plays generate deep social awareness. In the context of today's crisis in Bengali theatre and culture, Mitra's works remain highly relevant. This research re-evaluates the theatrical journey of Manoj Mitra and Sundaram, revealing a new dimension of their contribution to the history of Bengali theatre.*

Keywords: *Manoj Mitra, Sundaram Theatre Group, Bengali theatre practice, Sajano Bagan, Parabas, playwright-director, modern Bengali theatre, social reality, folk theatrical tradition*

Abstract in Bengali Language: *মনোজ মিত্র (১৯৩৮-২০২৪) বাংলা নাট্যজগতের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। দার্শনিক শিক্ষার পটভূমি থেকে উঠে আসা এই নাট্যকার, অভিনেতা ও পরিচালক ১৯৫৭ সালে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন 'সুন্দরম' নাট্যদল। রাজনৈতিক দলীয় আনুগত্য থেকে মুক্ত থেকে সুন্দরম বাংলা নাট্যচর্চায় এক স্বতন্ত্র ধারা গড়ে তোলে। এই গবেষণায় মনোজ মিত্রের নাট্যরচনা, অভিনয়, পরিচালনা ও সুন্দরমের*

*Corresponding Author
Rajib Mondal, Ex M.A Student, Dept. of Bengali, Bankura University
rajibmondal3005@gmail.com

Creative Commons Non Commercial CC BY-NC: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 License (http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-Commercial use, reproduction and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed.

Scan and Access

প্রযোজনাগুলির সমন্বিত সমীক্ষা করা হয়েছে। মিত্রের নাটকে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম, বাস্তবতা, হাস্যরস ও গভীর দার্শনিকতার মিশ্রণ দেখা যায়। 'সাজানো বাগান' (১৯৭৭) তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, যেখানে বৃদ্ধ বাঞ্ছারামের জমির লোভের বিরুদ্ধে লড়াই মানবিক মূল্যবোধ ও প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। 'পরবাস', 'নৈশ ভোজ', 'মেষ ও রাক্ষস', 'অলোকানন্দার পুত্র কন্যা', 'শোভাযাত্রা' প্রভৃতি নাটকে তিনি সমকালীন সমাজের সংকট, উচ্ছেদ, বাস্তুহারা জীবন ও মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। সুন্দরমের মাধ্যমে তিনি ৪০টির অধিক প্রযোজনা মঞ্চস্থ করেছেন, যা বাংলা নাট্যকে আধুনিকতা ও লোকায়ত ঐতিহ্যের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ করেছে। এই সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, মনোজ মিত্রের নাট্যচর্চা শুধু বিনোদন নয়, বরং সমাজের দর্পণ এবং মানুষের মুক্তির স্বপ্ন। সুন্দরমের অ-রাজনৈতিক অবস্থান সত্ত্বেও তাঁর নাটকগুলি গভীর সামাজিক সচেতনতা জাগ্রত করে। আজকের বাংলা নাট্য ও সাংস্কৃতিক সংকটের প্রেক্ষিতে মিত্রের সৃষ্টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। গবেষণাটি মনোজ মিত্র ও সুন্দরমের নাট্যযাত্রাকে পুনর্মূল্যায়ন করে বাংলা নাট্যের ইতিহাসে তাঁদের অবদানের নতুন মাত্রা উন্মোচন করেছে।

Keywords: *মনোজ মিত্র, সুন্দরম নাট্যদল, বাংলা নাট্যচর্চা, সাজানো বাগান, পরবাস, নাট্যকার-পরিচালক, আধুনিক বাংলা নাটক, সামাজিক বাস্তবতা, লোকায়ত নাট্যধারা।*

থিয়েটারের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় স্থানভেদে মানুষের রুচি, মানসিক বিকাশ ও সংস্কৃতির অবস্থান সেখানকার থিয়েটারে প্রতিধ্বনিত হয়। তাই একটা জাতিকে জানতে থিয়েটারের ইতিহাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী থেকে ধারাবাহিকভাবে নানান সময় নানান থিয়েটার নিজস্ব নীতি ও আদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। নাট্য শিল্পীদের দ্বারা আন্তর্জাতিক থিয়েটার ভ্রাতৃত্বের বার্তার সঞ্চার নিয়ে এবং দেশীয় নাটকের ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখে ২৭ শে মার্চ দিনটি ১৯৬১ সাল থেকে বিশ্বনাট্য দিবস হিসেবে বিশ্বের নানা প্রান্তে উদযাপিত হয়ে চলেছে। কিন্তু ১৭৯৫ সালের ২৭ শে নভেম্বর, রুশ পর্যটক লেবেডেফ এর উদ্যোগে বাঙালি প্রথম রঙ্গালয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় এই দিনটি বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে রয়েছে। এজরা স্ট্রিটে মাচা বেঁধে "বেঙ্গলি থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রঙ্গালায়ের সূচনা লগ্নের অভিনয় কেমন ছিল তা ঠিক জানা যায়নি, তবে বাংলা কথ্য ভাষার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। তারপর নাট্য ইতিহাসে দীর্ঘ বিবর্তনের মাধ্যমে ১৮৬৮ সালের বাগবাজারে "অ্যামেচার থিয়েটার" এর প্রতিষ্ঠায় বাঙালির "সাধারণ নাট্যশালা"- র কাল্পনিক সুপ্ত বীজটি নিহিত থাকে; যা ১৮৭২ সালে অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসুদের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়ে সর্বসম্মুখে আসে। ১৮৭২ সালে চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের গৃহ প্রাঙ্গণে "ন্যাশনাল থিয়েটার" এর মঞ্চ নির্মিত হয়। সাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে অল্প মূল্যে টিকিট কেটে ন্যাশনাল থিয়েটার সকলকে প্রবেশাধিকার দেয়।

নাটককে মিশ্র শিল্প বলা হয় কারণ সাহিত্যের অন্যান্য শিল্প গুলো দ্বিমাত্রিক হলেও নাটক ত্রিমাত্রিক; ত্রয়ীর মিশ্রণে - নাট্যকার, অভিনেতা এবং দর্শক। একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ায় যুগে যুগে বিভিন্ন রঙ্গালয় এবং সুদক্ষ অভিনেতাদের আবির্ভাব হয়। স্বাধীন ভারতে এক দশক পেরিয়ে যাওয়ার পর নাট্য জগতের মধ্য গগনে প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর,নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখকে দেখা যায় উজ্জ্বল ভাস্কর রুপে জ্বলতে। এরই মাঝে ব্যতিক্রমী আওয়াজ নিয়ে নবনাট্যের মূল স্রোত থেকে বেরিয়ে এসে একদল শিল্পকর্মী সমাজ ব্যবস্থার মূলে পরিবর্তনের ডাক নিয়ে এগিয়ে আসেন। সমকালের কথা স্মরণে রেখে দলবদ্ধভাবে কাজ করতে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রায় ৯০ বছর পরে আবির্ভাব হয় মনোজ মিত্রের 'সুন্দরম' নাট্যদল। ১৯৫৭ সালের ১৫ ই আগস্ট সুন্দরম প্রতিষ্ঠিত হয়। সুন্দরম গড়ে ওঠে অতনু সর্বাধিকারী, মনোজ মিত্র, পার্থপ্রতিম চৌধুরী এবং অন্যান্য কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে। তবে যে সকল জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বল প্রতিভার অবদানে এই নাট্যগোষ্ঠী আলোকময় হয়ে জেগে উঠেছিল; তারা হলেন- কালি ব্যানার্জি, ভি বালসারা,গণেশ মুখার্জি, তপন সিংহ, তপন সেন, অপর্ণা সেন এবং হৈমন্তী শুক্লা, দুলাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ।

মনোজ মিত্রের বন্ধু, শুভ ঠাকুরের শিল্প সৌন্দর্য রোমন্থনের এবং বিচার্যের পত্রিকা সুন্দরম এর নাম অনুসারে এই নাটক দলের নামকরণ হয়েছিল 'সুন্দরম'। সুন্দরমের আগমনের সময় চারদিকে রংবাহারি, খ্যাতনামা নাট্যমঞ্চ এবং নাটকের বাহার কিন্তু তাতে সুন্দরমের সংকল্প কোথাও ফ্যাকাসে হয়ে যায়নি। এই সংকল্পই অপরিহার্যভাবে তাদের সাফল্য এনেছিল। 'পথের পাঁচালী' দিয়ে সুন্দরমের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৭ সালে। তবে ১৯৫৭ সালে নাট্যগোষ্ঠীটি গড়ে উঠলেও প্রায় দুই বছর পরে ১৯৫৯ সালে সুন্দরমের জন্য মনোজ মিত্র জীবনের প্রথম নাটক 'মৃত্যুর চোখে জল' রচনা করেন, যেটি একটি প্রতিযোগিতায় মঞ্চস্থ হলে সুন্দরম সেখানে প্রথম স্থান অর্জন করে। নৈতিক বিরোধিতার কারণে ১৯৬০ সালে বন্ধু অতনু সর্বাধিকারীর সঙ্গে মনোজ মিত্র ও সুন্দরম ত্যাগ করেন।

বর্তমানে এটি মনোজ মিত্রের নাট্যদল হলেও এই সংগঠনের পেছনে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর কৃতিত্ব ও কম নয়। তাঁর লেখা নাটক 'সিঁড়ি' সুন্দরমে প্রযোজিত হয়ে সাফল্যের শীর্ষ স্পর্শ করেছে। এমনকি তার 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট' ও তখনকার সমাজ কালে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল। মনোজ মিত্র এবং অতনু সর্বাধিকারী বেরিয়ে যাওয়ার পরেও তিনি এই দলটাকে আগলে রেখেছিলেন। বিভিন্নভাবে দলের আবহরচনা করেছেন এবং মঞ্চ পরিকল্পনা করেছেন, ১৯৬১ সালে তিনি দলকে টিকিয়ে রাখতে নাট্য ক্লাস শুরু করেন। ১৯৭০ সালে মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু'-কে তিনি সুন্দরমের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ করতে চেয়ে বন্ধুর কাছে আবদার রাখেন এবং সেই সঙ্গে বন্ধুকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও চালান। ছন্নছাড়া অবস্থায় নাটকটি হাতছাড়া হলে পার্থ ভেঙে পড়েন।

মনোজ মিত্র খুব ছোট থেকেই থিয়েটারের সঙ্গে পরিচিত। তাই তিনি বেশিদিন থিয়েটার থেকে দূরে থাকতে পারেননি; বেশ কিছুদিন ধরে গন্ধর্ব নামক একটি নাট্য দলের সঙ্গে অভিনয় করেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন থিয়েটারে কাজ করেছেন তিনি। সুন্দরম থেকে বেরিয়ে নিজে 'ঋতায়ন' নামের একটি নাট্যদল গঠন করেন কিন্তু ফলপ্রসূ না হওয়ায় সভা ডেকে এটি বন্ধ করে দিতে হয়। তিনি অধ্যাপক হয়েও সুন্দরমের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন। বর্তমানে পুরনো সদস্যদের মধ্যে মনোজ মিত্র এবং তার বন্ধু প্রশান্ত ভট্টাচার্য এরা দুজনই শুধু সুন্দরমে রয়েছেন। সুন্দরম খুবই বিপন্ন বোধ করেছিল যখন বুঝতে পেরেছিল তার চলতি নাটক সাজানো বাগানের সিনেমা বের হতে চলেছে। শুধু এই নাটকের জন্যই নয় বরং একইসঙ্গে নাট্যকারের দল ছাড়া নিয়েও ভীতগ্রস্ত হয়েছিল নাট্য দলের সমস্ত সদস্য গণ। দুঃখজনক বিষয় হল- ১৯৬৫ সালে মনোজ মিত্র যখন নিউ আলিপুর কলেজে অধ্যাপনায় যুক্ত ছিলেন সেইসময় সুন্দরম এর নাট্য পরিবেশন বেশ কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। ১৯৭৫ সাল থেকে মনোজ মিত্রের লেখা নাটক নিয়মিত অভিনয় করে আসছে সুন্দরম। তবে অন্যান্য নাট্যকারদের লেখা ও সুন্দরমের কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৪ সালে 'নীলকণ্ঠের বিষ' এবং ১৯৬৬ সালে 'রাজকীয় মৃত্যুদণ্ড' সেই পর্বের স্মরণীয় সুন্দরম প্রযোজনা। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত এই দলের কাজকর্ম সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় থাকে। পুনরায় মনোজ মিত্রের নেতৃত্বে ১৯৭৫ সালে দলটির নতুন করে পথ চলা শুরু হয়, প্রাণ ফিরে পায় সে। এই নতুন সূচনায় মনোজ মিত্রের লেখা 'পরবাস' নাটকটি সর্বপ্রথম অভিনীত হয় এবং তখন থেকেই সুন্দরমের সব দায়-দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে তুলে নেন।

মনোজ মিত্র এবং অন্যান্য সকল সদস্যদেরই ৫০ বছর পরেও দলটিকে সক্রিয় ও সতেজ বলে মনে হয়েছিল, তবে একইভাবে যে এ সক্রিয়তা ধরে রাখতে পেরেছিল তা কিন্তু নয় । সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের যাত্রাকালের অনেক ওঠাপড়ার মাধ্যমে আজও টিকে রয়েছে সুন্দরম। এমন দুঃসাহসিকভাবে সুন্দরম অমসৃণ পথে নিজেকে টিকিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে গিয়েছে যে সেই লড়াইয়ের কথা মনে রেখেই এই নাট্য পরিবার সগৌরবে ২০০৭ সালের ১৫ ই আগস্ট ৫০ বছরের দীর্ঘ যাত্রার পর বর্ষ ব্যাপী 'সুবর্ণ সুন্দরম' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই দলের কান্ডারী মনোজ মিত্র সহ বাকি সদস্যদের উৎসাহ, শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতা দেখে মনে হয় এ যেন নতুন করে তাদের পথ চলার শুরু যেখানে অক্লান্ত পরিশ্রম কলকাতা থেকে বাঁকুড়া, কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার সুন্দরমের অভিনেতা গণের মঞ্চে মঞ্চে হয় বিচরণ খ্যাতির সুভাষ ছড়াচ্ছে। হাসির মোড়কে জীবনের গুঢ় সত্য প্রকাশ সবচেয়ে কঠিন কাজ, যা সুন্দরমের নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই নাট্যগোষ্ঠীর নাটক গুলোতে যেমন আছে নির্মল হাস্যরস তেমনি রয়েছে ব্যঙ্গাত্মক স্বর নিক্ষেপও। সাম্প্রতিক ২০১৭ সালে সুন্দরমের ৬০ বছর পূর্ণ হয়। থিয়েটারের জগতে এমন ঐতিহাসিক দল বিরল।

সুন্দরমের দ্বারা নাটক মঞ্চস্থ হলে মানুষকে তার বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে কষ্ট করে তা বুঝতে হয় না বরং হাসতে হাসতেই দর্শক সেই নাটকের বলা কথাগুলো ঠিক বুঝে নিতে পারে; এমনই তার অসামান্য প্রতিভার বিকাশ। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে অর্ধশত বর্ষের পরেও বিষয়-বৈচিত্র এবং লোক ভাবনার দ্যুতিময় আলো এই নাট্য গোষ্ঠীর প্রযোজনায় উদ্ভাসিত। অর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে নাট্য চর্চার জন্য ভারতীয় নাট্য প্রযোজনার ইতিহাসে সুন্দরম বিরল কৃতিত্বের অধিকারী।

সত্তরের দশকে তাদের লোকভাবনার আলোয় উদ্ভাসিত আশ্চর্য নাট্যসৃষ্টির স্মরণীয় প্রযোজনা ১৯৭৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর প্রথম অভিনীত হয় 'পরবাস' এবং 'সাজানো বাগান' প্রথম অভিনীত হয় ৭ই নভেম্বর ১৯৭৭ সালে। এছাড়াও সুন্দরমের প্রযোজনায় রয়েছে 'মেঘ ও রাক্ষস' (১৯৮০), নৈশভোজ (১৯৮৬),'ছায়ার প্রাসাদ' (১৯৯৮), 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' (২০০১)',গল্প হেকিম সাহেব (১৯৯৪), রঙের হাট (২০০৬), 'অপারেশন ভোমরাগড়' (২০০৩), 'জাদু বংশ' (২০১৫)। এই নাটকগুলি ছাড়াও রাজদর্শন, দেবী সর্পমস্তা, যা নেই ভারতে, অপারেশন ভোমরাগড়, আমি মদন বলছি ইত্যাদি মনোজ মিত্রের লেখা নাটক সুন্দরমের প্রযোজনায় অভিনীত হয়।

আধুনিক কালের নাট্যকার, অভিনেতা এবং নির্দেশক মনোজ মিত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ষাটের দশকে বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট চর্চা করতে এবং মানুষের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দিতে এই নাট্যগোষ্ঠীর দ্বারা বিভিন্ন নাট্যকারের নাটক মঞ্চস্থ করেন। এই নাট্য দল সৎ, সাহসী, আদর্শবাদী ও সঙ্ঘবদ্ধ মতবাদে বিশ্বাসী। স্বাধীন ভারতের টালমাটাল অবস্থার দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণে সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েও একটি রাজনৈতিক মতবাদে আস্থাশীল ছিল। তাঁদের আস্থা দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে। তাঁরা রাজনৈতিক ভাবনার পাশাপাশি গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের অন্তরস্থিত সুবুদ্ধির জাগরণকে। মনোজ মিত্রের নির্দেশনায় প্রযোজিত নাটকে এবং তার লেখা নাটকগুলোতেও অবস্থার পরিবর্তনে মানুষের জাগরন লক্ষণীয়। সমাজ গঠনের প্রকৃত ধারক ও বাহক হিসেবে সর্বদাই মানুষ স্বীকৃতি পেয়েছে মনোজ মিত্রের নাটকে। তিনি একাধারে গণনাট্যধারার সহযাত্রী আবার অন্যদিকে দৃষ্টিভঙ্গি গত বৈসাদৃশ্যের কারণে নবনাট্যধারার বাহক। সুন্দরম মানুষকে বাস্তব অভিজ্ঞতার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মানসিক বিশ্রাম দিতে সক্রিয় যা অবিরতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদের অভিনয়ে।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের সমাজ রাজনীতির অস্থিতিশীল অবস্থা তার নাটকে বারবার বিষয়বস্তু রূপে দেখা যায়। জীবনের লাভ- ক্ষতি, ভাঙ্গা- গড়ার মধ্য দিয়ে তিনি জীবনকে একটা সদর্থক উপলব্ধির অঙ্গন হিসেবে উৎকলিত করতে চেয়েছিলেন। রূপকথার আদলে বিশ শতকের সত্তরের দশকের দেশীয় মহল, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবক্ষয় এবং বিপর্যস্ত অবস্থা উপস্থাপিত হয়েছে ১৯৭৯ সালের 'মেঘ ও রাক্ষস' নাটকটিতে। সুন্দরম এই নাটকটি প্রযোজনা করে ১৯৮০ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের শাসন ব্যবস্থা চলছিল। নাটকে তিন বন্ধু রাক্ষস বধের উপায় জানতে হিম পাহাড়ের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে; আপ্রাণ প্রচেষ্টার পর রাক্ষস রাজকে বন্দী করা গেলেও বধ করার উপায় পাওয়া যায় না। রাক্ষস যখন হৃতসর্বস্ব তখন সে ছদ্মবেশে গুপ্তহত্যায় মগ্ন। দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকার পর ক্ষমতাচ্যুত ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় জনতা সরকারের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে ক্ষমতায় ফিরে আসেন।নাট্যকার সময়ের অনুকূলে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে গণতন্ত্রের নামে শোষণ তন্ত্র ছিল সে সময়ের শাসন ব্যবস্থার মূল মন্ত্র। মানুষ নির্বুদ্ধির মত রাষ্ট্রচালকের কথায় সব ধ্বংস করে ফেলে দিচ্ছে। কিন্তু মনোজ মিত্র মানুষের শুভবোধে বিশ্বাসী তাই শুদ্ধ মানুষের জন্ম দিতে হিম পাহাড়ের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় হীরা মনের মেষের চামড়া, যে শুভশক্তি সুবর্ণ আর নীলকমল কে সঙ্গে নিয়ে রাক্ষস বধে সক্ষম হয়।

তিনি 'ছায়ার প্রাসাদ' নাটকটিতে সমকালীন রাজনৈতিক এবং সামাজিক অসংগতির প্রত্যক্ষ ছাপ ধরে রেখে দেন। দ্বৈপায়ন ঠাকুরের মত সাধারন মানুষের মধ্যে দেখিয়েছেন রাষ্ট্রচালকের রক্ষাকর্তা হিসেবে। রাজপ্রাসাদে ও যার ঠাঁই হয় না শ্মশান ঠাকুরের কাছে তার অমূল্য মহিমা। বর্ণ বৈষম্য এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে মনোজ মিত্র বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, মতামত প্রকাশে সরকারি বাধা, ডাইনি বানিয়ে নির্যাতন, কুসংস্কার নারীর অবমাননা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের প্রতি নেত্রপাত করে তিনি নাটক লেখেন এবং সেই নাটক সুন্দরমের অভিনেতাদের সূক্ষ পারদর্শিতায় দর্শক চোখে সমকালীন সমাজের অস্থিরতা ধরে ফেলতে সহায়ক হয়ে ওঠে।

মনোজ মিত্র 'চাক ভাঙা মধু'-র অন্ধকার আচ্ছন্ন পরিবেশকে ছাড়িয়ে এসে সতেজতায় পরিপূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশের চিত্র 'সাজানো বাগান' এ চিত্রায়িত করেন। অত্যাচারের মাত্রা যেন কোথাও হাস্যরসে হালকা হয়ে গিয়েছে। প্রবল দাপটের পরিবর্তে আশ্রয় নিয়েছে ছলচাতুরি, কলা-কৌশলের। নাটকটি চরিত্রায়নের অভিনবত্ব, মুন্সিয়ানা, সংলাপের সাবলীল কারুকার্যের সহিত সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ কমেডি হয়ে ওঠে। স্বয়ং মনোজ মিত্রের নির্দেশনায় এবং সুন্দরমের প্রযোজনায় অভিনীত হওয়ার পরেও নাটকটির কিছু ত্রুটির কারণে নাটকটা ঠিক যতটা ভালো ততটা জনপ্রিয়তা পায়নি। মনোজ মিত্র নিজেই বৃদ্ধ বাঞ্ছার ভূমিকায় অভিনয় করেন। স্লোগান বিহীন আরোপিত বিপ্লবের নীরব পরিবেশনে 'সাজানো বাগান' সর্বকালেই দর্শকের নিকট মানব জীবনের সুখ দুঃখের উপভোগ্য দলিল। এর মূলেও রয়েছেন মনোজ মিত্র। তিনি এমনই একজন প্রযোজক ও অভিনেতা যিনি জীবনকে পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কার করার নতুন পদ্ধতি তৈরি করতে সামর্থ্য। নাট্যকার তথা অভিনেতা মনোজ মিত্রের কাল পরিক্রমা নাট্য আন্দোলন এভাবেই একের পর এক সুন্দরমকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করেছে। 'মৃত্যুর চোখে জল' এর বৃদ্ধ বঙ্কিমের আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠার কারণ এবং প্রয়োজনীয়তাকে তিনি টেনে এনেছেন 'সাজানো বাগান' এর বাঞ্ছার মধ্যে। মানুষ যখন নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভাবতে পারে না তখন নিজের জায়গাটা নিজেদেরকে বুঝে নিতেই হয়, এই বার্তা বৃদ্ধ বঙ্কিম এবং বাঞ্ছারামের আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে মনোজ মিত্র মানুষের কাছে পৌঁছে দেন।

সুন্দরম এর অবস্থান যেভাবে খোদিত তার মৌলিকতা এবং সাফল্য ধরে রাখতে নাট্যগোষ্ঠীর কর্ণধার মনোজ মিত্রের অসীম কৃতিত্ব। তিনি মেঘ ও রাক্ষস থেকে অলোকনন্দার পুত্র কন্যা, সাজানো বাগান থেকে শোভাযাত্রা এবং পরবাস থেকে হেকিম সাহেবে উপনীত হন। গল্প হেকিম সাহেবে তিনি ওয়ালী খাঁর ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ গতিবিধি ও বুদ্ধি দীপ্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মুন্নি ও সাত চৌকিদার হাসি মজার উৎকলনে গঠিত একটি নাটক।

তাই এই নাট্যদল একটা শব্দ যুগল প্রয়োগে নাটকটিকে 'মজাদার লীলা ক্ষেত্র' নামে আখ্যায়িত করে। তবে বিশুদ্ধ হিউমারের আড়ালে জীবনের গভীর সত্য উচ্চারণ করে বলেই এটি উচ্চ শ্রেণীর সৃজনকর্ম হয়ে উঠতে সামর্থ্য হয়। ধৃতিকান্তকে তার অমানবিক অকৃতজ্ঞতার জন্য মুন্নির দেওয়া ধিক্কার তাকে ট্রাজেডিরই নায়িকা বানিয়ে দেয়। স্ত্রীর সতীত্ব নাশের আশঙ্কায় যেখানে সাতটি চৌকিদার মোতায়েন করে তার সঙ্গে বুদ্ধিমতী সংবেদনশীল মন্দির সংসার করা সত্যিই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। নাটকে ধৃতিকান্ত একটা ক্লাউন হয়ে উঠে। বারংবার সিরিয়াস কথাবার্তা এবং মানবিকতা বেরিয়ে পড়ছিল কিন্তু নাট্যকার চাননি মজাদার লীলা ক্ষেত্র ছাড়া আর অন্য কিছু সৃষ্টি করতে। 'অলোকনন্দার পুত্রকন্যা'-য় তিনি নিষ্ঠা সহকারে মফস্বলের মানুষ ও তাদের জীবন বৃত্তান্তের পরিসরে নাগরিক জীবন এবং সংকটের কথা দর্শকের কাছে পৌঁছে দিলেন। তিনি দেখিয়েছেন আধুনিকতার ছাপে পথভ্রষ্ট মানুষকে। মনোজ মিত্রের ছোট থেকেই দেখেছেন অখন্ড দেশের খন্ড খন্ড হয়ে যাওয়ার দৃশ্য। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের সমাজ রাজনীতির অস্থিতিশীল অবস্থা তার নাটকে বারবার বিষয়বস্তু রূপে দেখা যায়। জীবনের লাভ- ক্ষতি, ভাঙ্গা- গড়ার মধ্য দিয়ে তিনি জীবনকে একটা সদর্থক উপলব্ধির অঙ্গন হিসেবে মানুষের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

তিনি সুন্দরমকে পথের পাথেয় করে কখনো উল্টোপাল্টা হাসির নাটক 'রঙের হাট' কখনো বা ছোটদের জন্য লেখা বড়দের হাসির নাটক 'অপারেশন ভোমরা গড়' এ রূপকের আড়ালে এবং রূপকথার আদলে সমাজকে নগ্ন করে সর্বসম্মুখে তুলে ধরেছেন। সুন্দরমের দ্বারা মঞ্চস্থ নাটকে সমাজের রাজনীতি, ভন্ডামি এবং সমস্ত রকমের অপকর্মের মুখোশ খুলে দিতে তৎপর মনোজ মিত্র। ১৯৭৫ এ সুন্দরমে ফিরে এসেই 'পরবাস' এ দেখিয়েছেন জীবনের তুচ্ছ ঘটনাকে অর্থবহ করে তোলার কুশলতা। নাটকে উচ্ছেদ, বিষন্নতা ও বিপন্নতা পিক পরিস্থিতির প্রতিফলন। নিপীড়িত মানুষের জীবনের অসহায়ত্ব, অসফলতা মনোজ মিত্রের শিল্পের সবচেয়ে বড় উপকরণ হয়ে ওঠে। অস্থির আবর্তমান সময়ের পটচিত্র 'ছায়ার প্রাসাদ' নাটকে অবিশ্বাস্যভাবে ইতিহাসের কল্পনা মিশ্রিত দ্বন্দ্ব ক্ষুব্ধ সময় মূর্ত হয়ে উঠেছে। মিত্রের নাট্য প্রতিক্রিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র। এই নাটকের নাট্য নির্দেশক ব্যতিক্রমী বৈচিত্র্য এবং কাহিনীর রোমাঞ্চকর পরিবেশনায় সুন্দরমকে আরো বেশি দক্ষ করে তোলেন। এই নাট্যগোষ্ঠীর যুথবদ্ধ অভিনয় শক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনোজ মিত্রকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে, যার অনন্য প্রয়াসের ফসল হল 'শোভাযাত্রা'-র অভিনয়। সমাজে মানব সম্পর্কের জটিল বিন্যাসকে অতি সহজেই মনস্তত্ত্বে গেথে ফেলার মন্ত্র নিয়ে এই নাটক রচিত হয়। তাই সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের কোলাকুলির চমৎকার দৃশ্য ও ভারতের মাটিতে দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র। সীমা-পরিসীমা, স্থান, কাল-সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে শোভাযাত্রা হয়ে ওঠে সীমা জয়ের বিশ্বাসের নাটক।

২০১৮ সালে যতীন দাস রোডে সুন্দরমের সমস্ত জিনিসপত্র, ভাঙ্গা সোফা, ট্রাঙ্ক, হারমোনিয়াম, একটা হুইলচেয়ার এছাড়াও নাট্য দলের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিসপত্র রাস্তার ওপর ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। বাড়িওয়ালার দাবি যে মনোজ মিত্র এবং তার দলের কোন সদস্য তাদেরকে বহুদিন ধরে ভাড়া দেন নি। যদিও মনোজ মিত্র সেই সময় জানিয়েছিলেন যে ২০১২ সাল থেকে চলা এই আইনী অভিযোগ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। আজ পর্যন্ত এরূপ হেনস্থার সম্মুখীন কোন নাট্যগোষ্ঠীকেই হতে হয়নি। নাট্য প্রেমীদের প্রয়াসে পরের দিনই সুন্দরম তার পুনরাধিকার ফিরে পায়। সমস্ত চড়াই- উৎরাই পর করে সত্তরটিরও বেশি নাটকে কাজ করেছে এই নাট্যদল।

মনোজ মিত্র নাটকের জন্য ১৯৭৮ সালে গিরিশচন্দ্র এবং ১৯৮৫ সালের সংগীত নাটক একাডেমি পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। আজকের প্রতিষ্ঠিত সুন্দরমে তার অসীম কৃতিত্ব। সুন্দরম প্রযোজিত নাটক অলোকনন্দার পুত্রকন্যার জন্য একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হন মনোজ মিত্র। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমি (১৯৯০) এবং এশিয়ান পেইন্টস শিরোমনি পুরস্কার (১৯৯০) উল্লেখ্য। এছাড়াও 'গল্প হেকিম সাহেব' এ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জন্য পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী (১৯৯৫) পুরস্কার পান। থিয়েটার কানে কালে সঞ্চারী শক্তিরূপে বিবর্তনের ধারায় আরো অধিকতর পুষ্ট হয়ে নতুন চেহারা নিয়ে জন্মায়। সুন্দরম ও বিস্তর সমৃদ্ধি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। ১৯৭৫ সাল থেকে অদ্যবধি সুন্দরম দলের প্রাণপুরুষ হলেন মনোজ মিত্র । তাঁর কলমে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো একের পর এক লেখা বের হয়। সূন্দরমের সফলতার আর এক অন্যতম কারণ মনোজ মিত্রের লেখার অদম্য শক্তির আধার।

গ্রন্থপঞ্জি:

[1] চৌধুরী, দর্শন বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, ৫ম সংস্করণ- সেপ্টেম্বর ২০১১, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

[2] দাস, ডা তপনজ্যোতি (সম্পাদক)- রঙ্গপট নাট্যপত্র (মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা), ২০১২, কলকাতা- ৭০০০৭২,

[3] আলাপচারিতানা মনোজ মিত্র - সাক্ষাৎকার ব্রাত্য বসু - ব্রাত্যজন নাট্যপর - তৃতীয় খন্ড - নভেম্বর ২০১১,

[4] সূবর্ণ সুন্দরম বাংলা নাট্যের ৫০ বছর - সম্পাদনা প্রভাতকুমার দাস, সুন্দরম। ২০০৮, মার্চ, কলকাতা, ৭০০০ ২৯,

[5] কথোপকথন: নাট্যভাবনা মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার, অনুষ্টুপ নাট্যবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা ২- ১৪০৭

[6] "থিয়েটার যদি পণ্যের চেহারা নেয় তাতে ক্ষতিটা কী": মনোজ মিত্র সাক্ষাৎকার প্রতিদিন ৮. ১০. ১৯৯২।

Cite this article

Mondal, R. (2025). Manoj Mitra and the Theatre Practice of the "Sundaram" Theatre Group: A Study: মনোজ মিত্র এবং 'সুন্দরম' নাট্যদলের নাট্যচর্চা: একটি সমীক্ষা. Research Review Journal of Interdisciplinary Studies, 1(2), 83-88. https://doi.org/10.31305/rrjis.2025.v1.n2.012